Vol. 52 | No. 3 | 2015

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

গীতিকবিতার নির্ঝরিণী : স্যাফো

Volume	52
Issue	3
Year	2015
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Tarana Nupur
Published online	June 1, 2015
DOI	10.62328/sp.v52i3.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v52i3.6
Pages	117-139
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

গীতিকবিতার নির্ঝরিণী : স্যাফো

Check for updates

তারানা নুপুর*

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধে কাব্যের বিবর্তনকে পৃথিবীর রূপান্তর-রহস্যের অনুরূপ কল্পনা করে বলেছেন —

> প্রাথমিক কবিতার উদ্ভব হয়েছিল কোনো ব্যক্তিবিশেষের মনে নয়, একটা মানবসমষ্টির মনে; প্রথম কবিতার প্রসার শুধু একটি মানুষের উপর নয়, সমগ্র জীবনের উপরে; প্রাথমিক কবিতার উদ্দেশ্য বিকলন নয়, সঙ্কলন। সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত কাব্যের বিশ্বম্ভর মূর্তি কেবল ক্ষয়ে গেছে, তার সেই নীহারিকার মতো আয়তন সৃষ্টির রীতিতে আজ কবি-রূপ উল্কাখণ্ডের মধ্যে আবদ্ধ। (সুধীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫ : ১৩)

প্রকৃতই মহাবিশ্ব যেমন এক মহাঘনীভূত শক্তি থেকে বিকিরণ প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র নীহারিকায় রূপান্তরিত হয়ে ক্রমশ উল্কার মতো সূক্ষ্মতর পরিণতির দিকে ধাবিত, কাব্যও তেমনি মৌখিক পরম্পরার সুবৃহৎ উৎস থেকে কালক্রমে আদি মহাকাব্যে, মহাকাব্য থেকে ব্যক্তিগত ধারায়. অর্থাৎ মন্ময়তায় এবং মন্ময়তা থেকে আধুনিকতায় ক্রমাগত রূপান্তরশীল। নীহারিকার মতো কাব্যের এই ক্রমাগত আয়তন সৃষ্টির রীতিতে মহাকাব্যিকতা থেকে গীতিধর্মিতায় উদ্বর্তনের পর্বটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক কবি দুই হাজার বছরেরও অধিক পূর্বের সেই কাব্য-সংক্রান্তির প্রতি উৎসুক, কারণ আধুনিক কবিতা সেই বিবর্তনেরই উত্তরাধিকার — আধুনিক কবি সেই মহান গীতিকবিদেরই উত্তরসাধক। সেই তো প্রথম কোনো চারণ কবি তাঁর সঙ্গ-নিঃসঙ্গতার কথা ব্যক্ত করেছিলেন নতুন শব্দ-ধ্বনিতে।

প্রাচীন গ্রিস বিশ্বকবিতার সূতিকাগার — এ কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে সত্য। এখানেই জন্ম নিয়েছিল পৃথিবীর প্রথম মহাকাব্য, কোরাস, আখ্যান-কবিতা, গীতিকবিতা, শোক-কবিতাও। ধ্রুপদী যুগে হোমারীয় মহাকাব্যের সম্মোহনে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে গ্রিকবাসী আবদ্ধ ছিল খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দ থেকে পঞ্চম শতাব্দ পর্যন্ত। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে গ্রিসে যে 'মেলডি' কবিতা আদৃত হতে শুরু করে, লিসবন দ্বীপবাসী এক নারী ছিলেন তার পুরোধা — বিনা বিতর্কে গ্রিসের 'এয়োলিয়ান' গোত্রের গীতিকবিদের যিনি মধ্যমণি ছিলেন। তিনিই কিংবদন্তি স্যাফো (খ্রি.পূ ৬১০-৫৬৫ খি.পূ) — বিশ্বকবিতার ইতিহাসে স্বীকৃত প্রথম নারী-কবি। অবিসংবাদিতরূপে গীতিকবিতার প্রথম প্রাণস্পন্দনও সঞ্চারিত হয়েছিল তাঁরই হাতে। কাব্যের সেই উষালোকে একটি ছোট্ট লার্ক পাখির মতো মিষ্টি-করুণ সুরে বাতাসকে ভরিয়ে তুলেছিলেন তিনি তাঁর সেই নতুন প্রেমগানে; রূপ-রং-সুধা-সংগীতে। মহাকাব্যের দুন্দুভি আর দূরাগত ঢক্কানিনাদের মাঝে এই প্রথম এক মর্ত্যমানবীর আনন্দ-বেদনার বিচিত্র রঙিন অনুভূতি মুক্তি পায় গীতিকবিতায়। কাব্যের ধাতব শরীরকে গলিয়ে শব্দভাষার জাদুতে, ধ্বনির দ্যোতনায়, নতুন ছন্দঃস্পন্দে ও স্তবক-বিন্যাসে তিনি

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়।

সৃষ্টি করেন এক নমনীয়, নির্ভার, অতুলনীয় কাব্যশরীর যা উত্তরসূরি রোমান্টিক কবিদের জন্য ছিল আদর্শ ।

২

লিসবন দ্বীপের স্যাফো ছিলেন শ্যামলা, অনতিদীর্ঘ — তবু সবার সম্ভাষণে 'সুন্দরী স্যাফো'। মাথায় সর্বক্ষণ ফুলের মুকুট আর হাতে স্বাবিষ্কৃত বহুতারযুক্ত বীণাযন্ত্র নিয়ে স্যাফোকে দেখাত 'মিউজে'র দেবীদের মতো সুন্দর। বাইজেন্টিয়ামে তাঁর একাধিক ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে; সে দেশের মুদ্রায় উৎকীর্ণ আছে তাঁর মুখশ্রী। স্যাফো তাঁর গানগুলো নিয়ে অতিক্রম করেছিলেন সেই চরম লিঙ্গবাদী সমাজের সমস্ত বেষ্টনী। তিনি বরণীয় হয়েছিলেন হেরোডেটাস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, সোলন প্রমুখ মনীষীর কাছে। প্লেটো স্যাফোকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন নতুন 'মিউজ'রূপে — "কেউ কেউ নির্দ্বিধায় বলেন, মিউজ নয়জন/ দশম জন লিসবনীয় স্যাফো, এক শাশ্বত নারী" (Thorton, 1907 : 29)। কাব্যে সূক্ষ্মতার প্রয়োগ প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটল স্যাফোকে দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপন করেছিলেন কারণ, স্যাফো ভালোবাসতেন রুচিনিষ্ঠা (delicacy) (Aristotle, 1853 : 60)। Solon তাঁর একটি গানে এতই মোহিত ছিলেন যে, সেটি না শেখা পর্যন্ত তিনি মরতে চাননি — 'I want to learn it and die'.(Edmonds, 1912 : 4)। উত্তরকালের রোমান্টিক কবি, সুইনবার্ন তাঁর *Sapphic* কবিতায় স্যাফোর গানের প্রশস্তি করে বলেছেন যে, সে অশ্রুতপূর্ব গানে মিউজের দেবীগণও বাক্‌রুদ্ধ হয়ে যান, তাঁদের মুকুটের ফুলগুলো একে-একে ম্রিয়মাণ হয়ে যায়। সুইনবার্নের ভাষায় —

While the tenth sang wonderful things they knew not.
Ah the tenth, the Lesbian! The nine were silent,
None endured the sound of her song for weeping;
    Laurel by laurel,
Faded all their crowns;

(Swinburne, 1891 : 233)

স্যাফো জন্মেছিলেন খ্রিষ্টের জন্মেরও ছয়শো বছর পূর্বে, আনুমানিক ৬১০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। স্যাফোর যখন কাব্য-জোয়ার, তখনো গৌতম বুদ্ধ ভূমিষ্ঠ হননি (Thorton, 1907 : 1)। হেরোডেটাসের ভাষ্যমতে, স্যাফোর জন্ম হয়েছিল এশিয়া মাইনর উপকূলে এজিয়ান সমুদ্রের বক্ষে ছোট্ট আয়োনীয় দ্বীপ লিসবনের মিটলিন শহরের অভিজাত এক পরিবারে। তাঁর পিতার নাম স্ক্যামান্ড্রোমিনাস এবং মায়ের নাম ছিল ক্লেইস (Thorton, 1907 : 3-7)। পরে স্যাফো তাঁর জন্মের মাহেন্দ্র ক্ষণটিকে অসাধারণ কল্পনায় মহিমান্বিত করে রেখেছিলেন একটি কবিতায়। সেই কবিতার ভাষান্তর নিম্নরূপ —

সিপ্রিয়ান[১] এসেছিলেন তোমার শৈশব-সূতিকাগারে
যখন তুমি নবজাত, ছোট্টটি
এবং যে ধাত্রী দোলাচ্ছিল তোমায়, তাকে বললেন,
"এ শিশুর তরে শঙ্কা নেই কোনো।"

সে রবে সবিনয়ে অনুগৃহীতা
আর, সুন্দর-সৌখিন যথেষ্ট,
লিসবন-তন্বীদের মতোই বিন্যস্ত
এবং তাদের মতো, যারা ভালোবাসার ভাগ্য নিয়ে জন্মে।

হার্মিস[২] এসেছিলেন তোমার নির্জন আঁতুড়ে
আভ্যুদয়িক, বিচক্ষণ, প্রশান্ত,
এবং বলেছিলেন, "এই কন্যা অবশ্যই প্রজ্ঞাবতী হবে,
তার স্বাধীনতা ও স্থিরাত্মতা বুঝে নিতে।

সৌন্দর্যের হবে নাশ
যদি বুদ্ধি না থাকে তার পাশ।
সে হবে হার্মিস-কন্যা
তার জীবন চলার পথে অবিচল।"

মহৎ প্যান[৩] এসেছিলেন তোমার দোলনার কাছে,
হিমাচলের অগাধ সৌম্য নিয়ে,
এবং হেসে বলেছিলেন, "তারা ভুলেছে
জীবনের বিচিত্র সক্ষমতার কথা।"

তার সৌন্দর্যকে দীপ্ত করতে
এবং আলোকিত করতে তার মানসলোক
আমি দিলাম এই ছোট্ট শিশুটিকে
উজ্জ্বল, অনুরঞ্জিত, ব্যাকুল হৃদয়।
(লেখক কর্তৃক ভাষান্তর; Carman, 1903 : 10-11)

সত্যিই দেবধন্যা ছিলেন স্যাফো। ছয় বছর বয়সে পিতৃ-মাতৃহীন হন তিনি । তাঁর দুই সহোদর ক্যারাক্সাস এবং ল্যাচিরাসের মধ্যে দ্বিতীয় জন ছিলেন মিটলিনের একটি অভিজাত ক্লাবের রাজপরিচারক (cup-bearer) আর ক্যারাক্সাস মিটলিন থেকে মিশরে মদ পরিবহণের কাজ করতেন। ক্যারাক্সাস ভালোবেসে রডোফিস নামে এক ক্রীতদাসীর পাণি গ্রহণ করেছিলেন, যিনি উত্তরকালে কিংবদন্তি হয়েছিলেন প্রভূত ধনৈশ্বর্যের জন্য (Torton, 1907 : 4-5)। স্যাফো পরিণয়ে আবদ্ধ হয়েছিলেন 'সার্কোলাস' নামের সম্পদশালী এক ব্যক্তির সাথে এবং তার ঔরসেই জন্ম নেয় তাঁদের একমাত্র কন্যা 'ক্লেইস', যার নামকরণ হয় তার মাতামহীর নামে (Thorton, 1907 : 7)।

লিসবনে স্যাফো শিল্পের এক মনোরম উদ্যান রচনা করেছিলেন, যেখানে গার্হস্থ্য, রাজনীতি বা আর্থ-সামাজিক বিষয় নয় বরং চর্চিত হত কবিতা, গান আর নান্দনিকতা। এজিয়ান সমুদ্রতীরের নানা দ্বীপ থেকে আগত নবীনাদের নিয়ে প্রেম-গান-সুধারসে আকণ্ঠ ডুবে থাকতেন স্যাফো তাঁর সেই নন্দন-কাননে। এঁরা ছিলেন তাঁর কাছে একইসাথে কন্যা, দয়িতা, দোসর ও অনুসারী। এই নন্দনবিহারী মর্ত্যসহচরীদের নিয়েই অমরতার স্বপ্ন দেখেছিলেন স্যাফো —

Will none say of Sappho,
Speaking of her lovers,
And the love they gave her,
Joy and days and beauty,
Flute-playing and roses,
Song and wine and laughter,

Will none, musing, murmur,
"Yet for all the roses,
All the flutes and lovers,
Doubt not she was lonely
As the sea, whose cadence
Haunts the world forever."
(Carman, 1903 :70)

স্যাফো কেবল প্রথম নারী কবিই নন, বিশ্বের প্রথম নারীসংঘের প্রতিষ্ঠাতাও — যদিও সে সংঘের নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ ছিল না কোনো (Amelia, 1901 : 39)। স্যাফোর অনুযাত্রীদের মধ্যে ইরিনা ছিলেন প্রজ্ঞাবতী এবং প্রতিশ্রুতিশীল একজন কবি সে সময়েই। তাঁর মা তাঁকে তাঁত বুনতে বাধ্য করলে সে চলে আসে স্যাফোর কাছে । স্যাফো তাঁকে নিয়োগ করেন মিউজের দেবীদের নিবেদনে (Donaldson, 1907 : 44)। ইরিনার মতো কোরিন্নার ছিল পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ। আরেক শিষ্যা অ্যানাকটোরিয়া এসেছিলেন সমুদ্রের ওপারের আয়োনীয় অঞ্চল থেকে। মিটলিনের আশেপাশের গ্রামগুলো থেকে এসেছিলেন ক্রিডো, গর্গো, গঞ্জিলা, মেগারা, মিকা, মিরথিস, টেলেসিপ্পা, প্র্যাক্সিলা, ডমোফিলা, গিরিন্না প্রমুখ প্রায় শতাধিক নারী, স্যাফোর সেই সংঘে (Bremmer, 1989 : 17)। এথিস ছিলেন স্যাফোর প্রাণ-প্রতিম। কোনো এক গ্রীষ্মাবকাশে এথিসের মধুর সান্নিধ্যে স্যাফোর কিছু স্মরণীয় মুহূর্ত মুদ্রিত রয়েছে তাঁর গানে — *O Atthis, how I loved thee long ago/In that fair perished summer by the sea!* (Carman, 1903 : 27)। এথিসকে নিয়ে লেখা তাঁর গানগুলো পড়ে সুদূর কালের কোনো উৎসুক পাঠক আবিষ্কার করবেন স্যাফোর বিস্মৃত প্রণয়াবেগ আর হৈ-চৈ পড়ে যাবে তাঁর এই প্রণয়িনীকে নিয়ে, এই ছিল স্যাফোর কল্পনা — *"Who was Atthis?" men shall ask,/When the world is old, and time / Has accomplished without haste/ The strange destiny of men.* (Carman, 1903 : 40)। স্যাফোর সংঘের এইসব নারীর কারো কারো সাথে তার কোনো জৈবিক সম্পর্ক ছিল কিনা, বা স্যাফো সত্যিই নারী-প্রেমিক ছিলেন কিনা, তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই এবং এ কথা আজ প্রতিষ্ঠিত যে, সেই লিসবন থেকেই সমকামিতার সাথে সম্পর্কিত 'লেসবিয়ান' শব্দটি প্রচলিত হয় ১৮৯০ সালে (Bremmer, 1989 : 15)। কিন্তু, একলা স্যাফোর কারণেই লিসবন দ্বীপ সমকামিতার প্রতীক হয়ে ওঠে — এ কথা একেবারে গ্রাহ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে, সমগ্র গ্রিস দুটি ভিন্ন জাতি, ভূখণ্ড, আদর্শ ও সংস্কৃতিতে বিভক্ত হয়ে যাবার পর আয়োনীয়রা যেমন রক্ষণশীলতাকে প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরে, বিপরীতভাবে ডোরিয়ান অংশের অন্তর্গত সমুদ্রকূলবর্তী এয়োলিয়ান জাতি স্বাধীনতা,

মুক্তচিন্তা, উদারতা ও সার্বিকভাবে সংস্কৃতির মিশ্রণে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। ফলে, স্পার্টার নারীদের মতো হারেমে বন্দি থাকতে হত না লেসবসের নারীদের। সমগ্র গ্রিসের নারীদের তুলনায় তারা সামাজিক ও পারিবারিকভাবেই অধিক স্বাধীনতা ভোগ করত। লেসবসের নারীরা পুরুষ-সমাজে স্বাভাবিকভাবে মিশত, ভোজসভায় যেত, কেউ-কেউ উচ্চশিক্ষিত ছিল (Thorton. 1907 : 13)। তাছাড়া, স্যাফো তাঁর সমাজে একজন সম্মানিত নারী ছিলেন। তিনি দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা-সংগীত রচনার অধিকারপ্রাপ্ত ছিলেন। তাঁর গানগুলো জনসমক্ষে গীত হত। সুতরাং যদি স্যাফো সমকামী হয়ে থাকেনও, তবে নিশ্চয়ই তা তাঁর দ্বৈপ-সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত ছিল এবং হয়ত তা ওই সমাজেরই ক্ষুদ্র অংশ ছিল। গবেষকের ভাষ্যে — *This may also be inferred from the small size and the open character of this community.* (Bremmer, 1989 : 16)। সুতরাং লেসবসের জীবনের সাধারণ চরিত্রই 'লেসবিয়ান' শব্দটির উদ্দীপক হতে পারে। উপরন্তু, লেসবসের সকল অধিবাসীকেই সাধারণভাবে 'লেসবিয়ান' বলা হয়ে থাকে। সেই সূত্রে স্যাফোও সম্বোধিত হন 'লেসবিয়ান স্যাফো' বলে।

প্রকৃতপক্ষে, স্যাফোর যৌনজীবন, তাঁর নির্বাসন ও মৃত্যু নিয়ে রহস্য আর প্রক্ষেপের অন্ত নেই। বিশেষত শেষদিকে পোপতন্ত্রের কালে 'অ্যাটিক কমেডিয়ান' এবং 'স্যাটায়ারিস্ট'দের সূত্রে স্যাফো'র চরিত্র বিকৃত হয় নানাভাবে। ফলে, কেউ বলেন, 'ফাওনে'র প্রেমে আত্মহারা হয়েই স্যাফো মিটলিন থেকে সিসিলিতে ছুটে গিয়েছিলেন এবং প্রেমের অচরিতার্থতার বেদনায় লিউকেডিয়ার উঁচু পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। কেউ বলেন, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে স্যাফো নির্বাসিত হন সিসিলিতে, যদিও তাঁর কোনো রাজনৈতিক কবিতা বা গানের নমুনা পাওয়া যায়না, যেমনটি পাওয়া যায় সমকালীন কবি অ্যালক্যাউস-এর কবিতায়। যদিও ফাওনকে সম্বোধন করে লেখা অনেকগুলো কবিতায় স্যাফোর গভীর অনুরাগ প্রচ্ছন্ন নয়, তবু এই কল্পিত প্রেমিক ফাওন ও স্যাফোর প্রেমের গুঞ্জরনও এক আশ্চর্য রূপকথার জন্ম দিয়েছে গ্রিসে। প্রচলিত আছে, ফাওন নামে মিটলিনে এক কুৎসিত দর্শন মাঝি দেবী অ্যাফ্রোদিতের বরে সুদর্শন ও সুপুরুষ হয়ে স্যাফোর জন্য প্রেরিত হয়। স্যাফো তার প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে পাহাড়ের উঁচু চূড়া থেকে ঝাঁপ দেন, কিন্তু কেউ তার মৃতদেহ নিচে পড়ে থাকতে দেখেনি। অনেকে বলে, স্যাফো নাকি রূপান্তরিত হয়েছিলেন একটি সাদা হাঁসে এবং উড়ে-উড়ে মিশে গিয়েছিলেন আকাশে এক হংসশ্রেণিতে (Thorton, 1907 : 19)। প্রকৃতপক্ষে, সমকালে এবং মৃত্যুর পরও এই বিকৃতরুচি কমেডিয়ানদের যথেচ্ছ কল্পনার শিকার হন স্যাফো। এইসব আষাঢ়ে গল্প তাদেরই কপোলকল্পিত। একজন সমালোচক পরিহাস করে বলেছেন যে, পঞ্চাশ বছর বয়সী বৃদ্ধা স্যাফো একজন কল্পিত পৌরাণিক পুরুষের জন্য ক্ষেপে গেলেন আর সেই অন্ধ অনুরাগ শমিত করতে সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন, অথচ আদৌ তিনি পাহাড়ের পাদদেশে পড়েছিলেন কিনা সে সম্পর্কে কিন্তু কোনো কমিক কবি বা তাদের উত্তরসূরিরা সানুগ্রহে আমাদের কিছু বলে যান নি (Donaldson, 1907: 48)। দুর্মুখদের মিথ্যাচার ও কানকথা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয় স্যাফোর জীবদ্দশাতেই। স্যাফোর সমকামিতার খবর পৌঁছে যায় পোপের কানে। সম্ভবত এসব কারণেই এজিয়ান সাগরের অপর পারে সিসিলি দ্বীপে নির্বাসিত হন তিনি ৫৯৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। পনেরো বছর পর খ্রিষ্টপূর্ব

৫৮১ সালে নির্বাসন থেকে মিটলিনে ফেরার পর ৫৬৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পরবর্তী কোনো সময়ে সাতচল্লিশ বা মতান্তরে পঞ্চাশ বছর বয়সে স্যাফোর মৃত্যু হয় (Edmonds, 1912 : 5)। তাঁর মৃত্যু নিয়ে নানা কথা প্রচলিত থাকলেও *গ্রিক অ্যানথোলজি* কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে তিনি সমাহিত হয়েছিলেন একটি এয়োলিক সমাধিক্ষেত্রে (Thorton, 1907 : 15)। স্যাফোর আত্মাহুতি বা অলৌকিক তিরোভাবের যে তথ্য পাওয়া যায়, তা ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয় ঐতিহাসিক টলেমির দেয়া তথ্যের সূত্রে। গ্রিসের ব্যর্থ প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে যারা লিউকেডিয়ার পর্বত থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন তাদের যে তালিকা তৈরি করেছিলেন টলেমি, তাতে লিসবনের স্যাফোর নামের কোনো উল্লেখ নেই (Arnold, 1869 : 107)। সুতরাং স্যাফো শান্তিপূর্ণভাবে সমাধিস্থ হয়েছিলেন এই মতটিই অধিক গ্রাহ্য।

স্যাফো রচিত নয় খণ্ড গীতিগ্রন্থের প্রায় সবই ভস্ম করা হয়েছিল যাজকতন্ত্রের যুগে, ১০৭৩ খ্রিষ্টাব্দে। রোমান সম্রাট সপ্তম গ্রেগরির নির্দেশে এবং পোপতন্ত্রের অধীনে কনস্ট্যানটিনোপোল এবং রোমে 'প্যাগানিজমে'র সমস্ত নিদর্শন নিশ্চিহ্ন করে দেবার লক্ষ্যে যে বহ্নুৎসব হয়, তাতে পোড়ানো হয় স্যাফো এবং অন্য কবিদের গীতিগ্রন্থসমূহ (Thorton, 1907 : 2)। ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে আবিষ্কৃত অল্প কিছু গান ও রচনাংশ (fragments) রয়ে গেছে তাঁর উত্তরকালের ভক্তদের জন্য। বার্লিনের 'মিশরীয় জাদুঘর' থেকে ১৮৭৯ সালে উদ্ধার করা হয় প্যাপিরাসে লেখা স্যাফোর কিছু গান ও ভাঙা গান, যেগুলো অধ্যাপক ফ্রেডরিক ব্লাস কর্তৃক চিহ্নিত হয় এবং ১৮৩৫, ১৮৫০ এবং ১৮৮২ সালে থিওডর বার্গক তিন খণ্ডে অন্য গীতিকবিদের গানের সাথে স্যাফোর গানগুলিরও গ্রিসীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন যথাক্রমে *De aliquot fragmentis Sapphonis, Anthilogia Lyrica* এবং *Poetae Lyrici Graeci* শিরোনামের তিনটি গ্রন্থে (Thorton, 1907 : 181-183)। স্যাফোকে এবং তাঁর কবিতাকে বিশ্ববাসীর কাছে অধিক পরিচিত করে তোলেন হেনরি থরটন হরটন ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত তাঁর *Sappho : memoir, text, selected renderings* নামক গ্রন্থের মাধ্যমে।

৩

প্রকৃতি, প্রেম, ব্যাকুলতা, সৌন্দর্যচেতনা, পার্থিবতা ও অমরতার আকাঙ্ক্ষা স্যাফোর গানে সেদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে রোমান্টিক জগৎ রচনা করেছিল, তাই গীতিকবিতার চিরন্তন ও শাশ্বত অভিপ্রায়। তাঁর একেকটি কবিতা ভাবের একেকটি ছবি যেন। মনের বিচিত্র ভাব এবং অনুভাবকে স্যাফোর আগে কবিতায় কেউ এমনভাবে প্রশ্রয় দিয়েছেন বলে মনে হয় না। স্যাফোর উদ্বেল মন যেন লিসবন-প্রকৃতির অনন্য প্রতিরূপ। এজিয়ান সমুদ্রের উচ্ছ্বাস আর নৈঃসঙ্গ্যকে একসাথে ধারণ করেছিলেন স্যাফো তাঁর সত্তায়। মিটলিনের দূর পাহাড়, উর্বর উপত্যকা, বনরাজি, বিচিত্র ফুল-ফল-পাখি-পতঙ্গদের ভালোবাসতেন তিনি — ভালোবাসতেন রাতের বিস্তীর্ণ আকাশ, রুপালি চাঁদ, উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জ আর গাঢ় ঘুমের মতো সুষুপ্তি। একটি গানে স্যাফো তাঁর দয়িতের কণ্ঠলগ্ন হয়ে উপভোগ করেন সকল তারা নিয়ে উদ্ভাসিত আকাশের উজ্জ্বল বাসর —

আমার বঁধুর বাড়ির আঙিনায়,
একটি আপেল চারা দিনে-দিনে বেড়ে ওঠে;
সারা দিন সেথা
বাতাস মধুর স্বরে গান গায়।

যখন রাত্রি নামে,
আমরা সেখানে বসি দুজন, অন্ধকারে
দুচোখ ভরে দেখি,
নীলিমায় ফুটে থাকা নক্ষত্রদের। (Carman, 1903 : 23)

স্যাফো তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে উপভোগ করতেন প্রকৃতির রূপ-রং-শব্দ-গন্ধ-ধ্বনি। আমরা যখন স্যাফোর কবিতা পড়ি, তখন অনুভব করি নানা রং, সুবাস, ধ্বনি এবং আলো-ছায়ার খেলা। লেসবসের ম্লান গোলাপ, সবুজ ঘাসের ভেতর ফুটে থাকা লাল লিলি ফুল, ফলভারনত রক্তিম আপেল শাখা, চন্দন সুবাসিত ভোর, ধূসর জলপাই বন, লাল করবী, আগুনের শিখার মতো উজ্জ্বল আলুবোখারা, সূর্যাস্তের সোনালি লাল আভা শুষে নেয়া পিচফল, বিচফল, বুনো ডালিম, ছায়াচ্ছন্ন পাইনের বন আর শান্ত খাঁড়িগুলো, দূরের মন্দিরের কালচে সোনালি রঙের চূড়া, নীল আকাশের হলুদ তারাগুলো তাঁর কবিতাকে করেছে চিত্ররূপময়, উন্মন, সুরভিত। স্যাফোর একটি ইন্দ্রিয়ঘন কবিতার ভাষান্তর নিম্নরূপ :

ধূসর জলপাই বনে একটি বাদামি পাখি
বাসা বুনে তার বসে আছে বসন্তের অপেক্ষায়
কিন্তু, কেউ কি বলতে পারে, কী সেই সুখ এসেছিল
কুলায় আমার উজ্জ্বল টিউনিকের ভাঁজের ভেতর?
এখন সারাদিন ধরে পৃথিবী পুনর্নব হয়
সমুদ্রের উজ্জ্বল বিজনে, হলুদ ফলভারে
শীতল ছায়ায় বসে আমি শুধু শুনি দূর বাগানের পারে
মুখর ঝরনার রুপোলি নিঃস্বন। (Carman, 1903 : 70)

লিসবনে সারা বছর ধরে ফোটা বিচিত্র জংলি ফুল-লতা-গুল্ম — 'হায়াসিন্থ', 'মার্টিল', 'রোজমেরি', 'সিক্লেমেন', 'এনমোন' তাদের নিজস্ব রূপ ও বুনো গন্ধ নিয়ে ফুটে থাকে স্যাফোর কবিতায়, এখানে-ওখানে। স্যাফো শুনতে চাইতেন পাতার মর্মর, বয়ে চলা নদীর স্রোতের ফিসফিস কথা, পশ্চিম পবন কী বলে যায় সেই কথা, নলখাগড়ার বনে বাতাসের কানাকানি, দর্দুর দল তাদের সোনালি গলায় আদিম সুর তুলে কী কথা জানাতে চায় সঙ্গিনীদের, সেই ভাষা। প্রশান্ত শরতে সারা দুপুর ধরে ঘুঘরো পোকাদের গান, বনদেবী 'দাফনে'র কথা মনে করে শীতে জমে যাওয়া লরেল শাখার প্রতি গভীর অনুকম্পায় ভরে যেত তাঁর মন। বসন্তে কচি সবুজ ঘাসের চেয়ে আরও সবুজ ঝিঁ-ঝিঁ পোকাদের শব্দ-ধ্বনির অনুনাদ তিনি শুনতেন মোহাবিষ্টের মতো। প্রকৃতিকে তার সমস্ত সৌন্দর্য, সৌগন্ধ্য আর শব্দধ্বনিসহ জাগিয়ে তোলার এক আশ্চর্য জাদুকাঠি ছিল স্যাফোর হাতে। সেই রূপার কাঠির স্পর্শে জেগে ওঠা প্রকৃতি তার বাঙ্ময় সত্তা নিয়ে স্পর্শ করে যায় পাঠকদের।

প্রকৃতির প্রতি তাঁর ঐকান্তিক অনুভূতি প্রসঙ্গে একজন সমালোচক, F.T. Palgrave বলেছেন, "স্যাফো বিচিত্র ফুল ভালোবাসেন তাঁর নিজস্ব অনুবেদনায় — ক্রিট-বালিকারা তাদের নম্র চরণে যে কোমল ঘাসের উপর নাচে, তার প্রতি; উঁচু-নীচু পাহাড়ি পথে যেতে-যেতে মেষপালকেরা মাটির উপর ফুটে থাকা রক্তিম বর্ণের যে 'হায়াসিন্থ' দলে যায়, তাদের প্রতি আর শিকারীদের নজর এড়িয়ে শীতে জমে যাওয়া বন-ঘুঘুদের পালক ঝরে যাওয়ার বেদনায় দয়া অনুভব করেছেন স্যাফো" (Thorton, 1907 : 170)। ইমপ্রেশনিস্টদের মতোই তিনি লক্ষ করতেন প্রকৃতির নানা রূপান্তর — বিভোর হয়ে দেখতেন সকাল-দুপুর-সন্ধ্যায় প্রকৃতির পট-পরিবর্তনের বিচিত্র আয়োজন। প্রত্যুষে যখন কুয়াশার ভেতর থেকে একটি ছোট্ট স্কাইলার্ক ডেকে উঠে দিনকে স্বাগত জানায়, যখন সূর্যের উষ্ণ-সোনালি কিরণ পৃথিবীকে পুলকিত, তেজোদীপ্ত আর পূর্ণ করে দিয়ে ঢলে পড়ে উপত্যকার কোলে, রাতের আকাশে যখন 'বৃশ্চিক' চলে যায় বহুদূরে দক্ষিণে সমুদ্ররেখা বরাবর — মিটলিনের পথ-ঘাট মৌন হয়ে যায় — মায়ের স্নেহের মতো গাঢ় সুষুপ্তি নামে ঘরে-ঘরে, তখন সেই অন্ধকারে হয়ত স্যাফোর নিজেকেও মনে হত এই মায়াময় প্রকৃতির অংশ —

হেস্পেরাস[৪] গুটিয়ে আনছে সব
এখানে-ওখানে যা ছড়িয়ে রেখেছিল ভোরের নক্ষত্র;

ভেড়াগুলো গোধূলিতে যূথবদ্ধ হবার অপেক্ষায়,
শিশুরা মায়ের কাছে সোহাগ-সন্ধানে, —

আমিও নীত হবো প্রিয়তম-সমীপে,
সমস্ত লেসবসের কোমলতম বক্ষে। (Carman, 1903 : 18)

সারা রাত জ্বলে নক্ষত্রেরা একে-একে নিভে গেলে রাতের আকাশে যখন অবশিষ্ট থাকে কেবল 'কৃত্তিকা', যখন নিভে যায় আকাশের শেষ শিখাটিও, তখনও একা-একা স্যাফো মদিরার মতো পান করে যান নিসর্গের অন্ধকার সুধা, নৈঃসঙ্গ্যের মৃদু কোনো প্রদীপ জ্বেলে রেখে—

রুপালি চাঁদ ডুবে গেছে;
আলো নিবে গেছে কৃত্তিকাদের;
অর্ধেক রাত অবসিত
সময় বয়ে যায়
আমি নির্ঘুম, একা।
(Thorton, 1907 : 103)

ঋতুতে-ঋতুতে প্রকৃতির নানা সাজ পুলকিত করত স্যাফোকে। লিসবনের গ্রীষ্ম-শরৎ-শীত-বসন্ত তাদের ভিন্ন-ভিন্ন অস্তিত্ব নিয়ে স্যাফোর কবিতায় যাওয়া-আসা করেছে বারবার। গানের পর গানে তিনি এঁকেছেন ঋতুবৈচিত্র্যের নানা আলিম্পন। স্যাফোর বর্ণিল হৃদয় সবচেয়ে বেশি ভালোবাসত বসন্ত। বসন্তের প্রথম বাতাস বয়ে যেত যখন লেসবসের বুকের উপর দিয়ে, স্যাফো তা ছড়িয়ে দিতেন পাহাড় থেকে সমতলে সবার মাঝে, গানে-গানে —

দাকিয়ার[৫] এবড়ো-থেবড়ো পথে
একধাপ পেরিয়ে,
শিঘ্রই এক মেষপালক
তার শান্ত ভেড়ার পাল
গোধূলিতে গুটিয়ে নিয়ে,
হঠাৎ রাখালি ভুলে অপলক চেয়ে রবে
আর স্যাঙ্গাতকে বলবে তার,
"দেখ, দেখ বসন্ত এসে গেছে"।

এই তো এক্ষুনি
মিটলিনে
কোনো কিশোরী কি
বলবে না প্রেমাস্পদকে তার
কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে চাঁদ-সাদা বাহুতে,
ঐ ওগো অধীর আনন্দ-মলয় বয়
"দেখ, দেখ প্রণয়ের কাল সমাগত"। (Carman, 1907 : 123)

প্রকৃতির মধ্যে প্রাণ সঞ্চারণের এক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল স্যাফোর। নিজের আনন্দ-বেদনাকে তিনি প্রকৃতির সমান্তর করে তুলতেন সহজেই তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে। একটি কবিতায় তিনি সদাহাস্য প্রগাঢ় দীপ্তির সূর্যের চোখে-মুখে দেখেছেন ভীষণ বিষণ্ণতা —

O sad, sad face and saddest eyes that ever
behold the sun, (Carman, 1907 : 107)

স্যাফোর প্রণয়িনী এথিস যখন চলে গেলেন তাঁকে ছেড়ে, তখনও সূর্য এমন বিবর্ণ হয়েছিল, বাতাসের শব্দ কর্কশ আর দিন হয়েছিল ক্ষুদ্র। আবার যখন প্রিয়তম পাশে উপনীত, তখন আকাশে মধুরঙা চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়ে রুপালি ঘাসে আর হালকা বাতাসে স্যাফো উড়ে যেতে দেখেন স্বপ্নে বিভোর চাঁদ-সাদা প্রজাপতির দল, ঝরা গোলাপের পাপড়ি বিছিয়ে থাকে পথে ও প্রবেশদ্বারে। দয়িতের সাথে বসে জানালা দিয়ে তিনি দেখেন সাদা পাল তুলে জাহাজ চলে যায় পণ্য বোঝাই করে বন্দরের দিকে। তখন সুহাসিনী স্যাফোর মনে হয় —

এই সুন্দর পৃথিবীতে আর কিছু নেই
শুধু আমি, তুমি আর সন্ধ্যার নীল চূড়া।
(Carman, 1907 : 2)

এভাবে স্যাফো তাঁর চেতনার রঙে রঞ্জিত করেছেন প্রকৃতিকে। কখনো কখনো লিসবনের ঋতুভিত্তিক লোকায়ত মিথকে প্রকৃতির মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়ে অভূতপূর্ব ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন —

আমরা কী করবো সিথেরিয়া?[৬]
অনিন্দ্য সুন্দর অ্যাডোনিস মরে যাচ্ছে।
আহ্, আমরা তার তরে শোক জানাই!

সে কি আসবে ফিরে, যখন শরৎ
রাঙিয়ে দেয় পৃথিবী আর সূর্যালোক
তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকে দ্রাক্ষালয়ে?

সে কি আসবে ফিরে যখন শীত
জড়োসড়ো করে ভেড়াদের আর অরিয়ন[৭]
যায় তার শিকার-সন্ধানে?

আহ্, তোমার জন্য সুন্দর আডোনিস,
ভালোবাসা আর প্রতীক্ষার ব্যাকুলতা,
মন্দ বসন্ত আর দখিন হাওয়ার সাথে।
(Carman, 1907 : 107)

ঋতু-বদল সম্পর্কে 'অ্যাডোনিসে'র মিথ লেসবসের মানুষের প্রত্ন-মনে গাঁথা এক অবিচ্ছিন্ন সূত্র। গ্রিক পুরাণ অনুযায়ী, সুন্দর মর্ত্যমানব অ্যাডোনিসের প্রেমে পড়েছিলেন অ্যাফ্রোদিতে। বন্যবরাহের দন্তাঘাতে আডোনিস নিহত হলে ভেনাস কান্নায় ভেঙে পড়েন। মৃত্যুপুরীর রানী পার্সিফোনে তাতে বিচলিত হয়ে অ্যাডোনিসকে প্রাণ দান করেন কিন্তু নিজেই প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েন সেই সুন্দর যুবার প্রতি এবং বিনা শর্তে অ্যাডোনিসকে অ্যাফ্রোদিতের কাছে ফিরিয়ে দিতে অসম্মত হন। জিউস তখন মধ্যস্থতা করে নির্ধারণ করে দেন যে, অ্যাডোনিস চারমাস থাকবে মর্ত্যভূমিতে ভেনাসের কাছে, চার মাস থাকবে মৃত্যুপুরীতে, আর বাকি চারমাস নিজের ইচ্ছেমতো স্থানে। সেই থেকে যে চারমাস অ্যাডোনিস ভেনাসের অধিকৃত থাকে, সেই চারমাস পৃথিবীতে বিরাজ করে বসন্ত আর গ্রীষ্ম, মৃত্যুপুরীতে কাটানো অ্যাডোনিসের চার মাস থাকে শীত, আর বাকি চার মাস থাকে অন্যান্য ঋতু (সুধাংশু, ১৯৬০ : ১২)। স্যাফো তাঁর গানে অ্যাডোনিসের মিথকে অন্তঃশীল করে দিয়ে বসন্তের প্রতি অধীরতা প্রকাশ করেছেন। এভাবে ঋতুভিত্তিক মিথ মিশে আছে স্যাফো'র প্রায় প্রত্যেক গানে, প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষরূপে। বসন্তের আগমনের সাথে-সাথে যখন 'হায়াসিন্থ' ফুলেরা জেগে ওঠে ঘুম থেকে, লরেল মুকুলিত হয়, তখন স্যাফো'র মনে হয় সমস্ত পৃথিবী যেন পুনর্নব হয়ে উঠছে প্যান দেবতার বাঁশির সুর শুনে।

৪

অনুরাগ-মিলন-সম্ভোগ-আক্ষেপানুরাগে পরিপূর্ণ স্যাফোর পদগুলো। দক্ষিণের উষ্ণ-শোণিত ধারিণী এই নারী প্রেমের ক্ষেত্রে কোনো রাখ-ঢাক জানতেন না। তিনি ভালোবেসেছিলেন বিচিত্ররূপে এবং তাঁর কম্প্রমান আবেগের কথা ব্যক্ত করেছিলেন অকপটে। তবে প্রগলভ ছিলেন না স্যাফো, ভালোবাসতেন রুচিনিষ্ঠা — *I love delicacy, and for me love has the sun's splendour and beauty.* (Thorton, 1907 : 123)। ভালোবাসা ছিল তাঁর কাছে সূর্যের দীপ্তি ও সৌন্দর্যের মতো। তাছাড়া, এয়োলিয়ান কবিতা পারস্য বা আরবীয় কবিতার মতো সম্ভোগময় নয়; রুচিপূর্ণ এবং যথাযথ সৌষম্যযুক্ত — তাঁদের গানের সম্ভোগচিত্রে মধুরতা ছাড়া অন্য কোনো বাহুল্য নেই (Thorton, 1907 : 15)।

আর সে ক্ষেত্রে স্যাফোই পূর্বসূরি। স্যাফোর গানে আবেগের তীব্রতার প্রকাশ সুরেলা, সমুন্নত — লঙ্গিনাসের ভাষায় — *not a passion, but congress of passion.* (Amelia, 1901 : 15)।

স্যাফো বলতেন, ভালোবাসা হল অ্যাফ্রোদিতের সন্তান এবং স্বর্গলোক। তিনি মনে করতেন, ভালোবাসার জন্যই তাঁর জন্ম। ভালোবাসা স্যাফোকে দিয়েছিল উজ্জ্বল দিন, সৌন্দর্য, মদিরা, প্রাণভরা হাসি, বাঁশির মধুর তান, অগণিত গোলাপ আর তার চেয়ে সুন্দর গান। তিনি নিজেই বলেছেন এইসব তাঁকে অধিকার করেছিল সর্বান্তকরণে —

For I was born for love,
And fashioned for desire,
Beauty, passion and joy,
And sorrow and unrest;
(Carman, 1907 : 67)

স্যাফোর প্রেম সমুদ্রের জোয়ারের মতো বাঁধ-ভাঙা। যখন তাঁর বাহুবন্ধনে ঘুমায় প্রিয়তমা, তার মুখ স্যাফোর মনে হয় রক্তিম, উষ্ণ। ভালোবাসার কুয়াশায় সাঁতার কেটে যখন তাঁর প্রেমিকার দু'চোখ শরতের আচ্ছন্নতার মতো ঝাপসা হয়ে ওঠে, যখন তার কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হয় নাইটিঙ্গেলের মতো কোমল, অস্ফুট গান আর ভাঙা হাসির ওপাশ থেকে বুদবুদের মতো উদ্গাত তার শব্দাবলি স্যাফোর কাছে মনে হয় বসন্তের অমিয়ধারার চেয়েও মধুর। তখন বেঁচে থাকা সার্থক বলে মনে হয় স্যাফোর কাছে — "ঈশ্বর, আমি ভীষণ সুখী" (Carman, 1907 : 32)। কখনো নিজেকে মনে হয় তাঁর ভীষণ স্বেচ্ছাচারী, সৃষ্টিছাড়া — পাহাড়ের নীল খাঁড়ির ভেতর জলের প্রবল কলরবের মতো, ভীষণ অপচিত। আবার কখনো মনে হয়, আদিম উচ্চণ্ড শব্দ নিয়ে জল-খলবল করে উঠুক তাঁর নীল খাঁড়ির মতো হৃদয় (Carman, 1907 : 35)। মাঝে-মাঝে স্যাফো হয়ে যেতেন ভালোবাসার অধীন, তার খেয়াল-খুশির খেলনা — 'দাফনে' অথবা Syrinx-এর মতো উদ্দাম বাসনার শিকার —

ভালোবাসা আমার হৃদয়কে মথিত করে, যেমন পাহাড়ি ঝঞ্ঝা
দলিত করছে ঐ বৃক্ষাদি,
যখন তারা পরাস্ত, বিবর্ণ ও কুর্নিশ-নত
মহান ঝড়ের মর্জি মাফিক।

আমি জানি, দাফনে কেন দৌড়ে ছুটেছিল অরণ্যের পথে
যখন তরুণ দেবতা এলেন কাছে,
এবং নিজেকে রুদ্ধ করেছিল সে লরেলের হৃদয়ে
নীরবে নিয়তিকে মেনে।

ভালোবাসা পূর্ণ করে হৃদয় আমার, যেমন প্রিয়তমের ফুৎকারে
ভরে যাচ্ছে বাঁশির গহ্বর,
যতক্ষণ না মায়াবন ঘুম থেকে জেগে ওঠে আর কাঁদে
স্মৃতি-আনন্দে পূর্ণ হয়ে।

আহ্! বিহ্বল সিরিঙ্ক্স[১], আমি কি জানি না তোমার
মিষ্টি ভয়ের সেই শিহরন-কথা!
জীবনদেবতার মতো এক
মোহন সুন্দর বাঁশরির জন্য। (Carman, 1907 : 34)

একথা অনস্বীকার্য যে, স্যাফোর এই প্রেম নিষ্কাম না হলেও নিসর্গ আর সুরের আসঙ্গে তা পরিস্রুত, শিল্পিত। প্রজ্বলিত 'কাম'কেও কীভাবে শিল্পে পরিণত করা যায়, সে রহস্য স্যাফোর মর্মগত। গোধূলির অন্ধকারে যখন স্যাফো আর তাঁর প্রণয়িনী পরস্পর একাত্ম, তখনো তাঁরা কান পেতে শোনেন ঘাসের নিশ্বাস, মৃদু প্রবহমান জলের কুলকুচি — উপভোগ করেন সকল তারা নিয়ে প্রস্ফুটিত আকাশের রূপ। হিমেল হাওয়া আর গাঢ় নীল দিগন্ত তাঁদের স্পর্শ করে থাকে যতক্ষণ সোনালি চন্দন-ভোর না ফোটে। (Carman, 1907 : 44)

স্যাফো স্বপ্ন দেখতেন লাল পাইন আর চন্দন কাঠের এক সুরভিত সৌধ গড়বেন — ফুল-লতা-পাতা আর বিচিত্র সজ্জায় মনোহর সেই সৌধের বেদীমূলে বসাবেন তাঁর দেবতার মতো দয়িতকে। তার মাথার উপরে থাকবে প্রশান্ত তারাদের মেলা আর পদতলে সমুদ্র-ঊর্মিমালা। সেখানে আজীবন কেটে যাবে স্যাফোর জীবন-বল্লভের সঙ্গ-সুধায় —

And my hero, while so human,
Should be even as the gods are.
In that shrine of utter gladness.
With the tranquil stars above it
And the sea below. (Carman, 1907 : 37-38)

প্রিয়কে দেবতা আর দেবতাকে প্রিয়রূপে ভজনা এবং সেই দেবতাসম নাথের জন্য মন্দির ও নৈবেদ্য সাজিয়ে রাখা আমাদের চিরচেনা বৈষ্ণবীয় প্রসঙ্গ। স্যাফো যদিও রাধার মতো তার শরীরকে মন্দির করে তোলেননি, কারণ তেমন ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা স্যাফোতে পূর্বাপর অনুপস্থিত। স্যাফোর প্রেম সম্পূর্ণরূপে ঐহিক — জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্পর্কের মতো স্বর্গ-মর্ত্যব্যাপী কোনো প্রেমের ধারণায় তা অঙ্গীকারাবদ্ধ নয়। তবু, চিরন্তন যে রোমান্টিক চেতনা তাই স্যাফোর এই সরলোক্তির নিয়ন্ত্রক। সরলভাবেই সর্বকালের রোমান্টিকদের মতো প্রেমিককে স্যাফোরও মনে হয় তরুণ দেবতার মতো — *Peer of the gods he seems.* তাকে দেখা মাত্র স্যাফোর হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়, চক্ষু-কর্ণ সব রুদ্ধ হয়ে যায়, ভাষা-হারা হন তিনি। তবে রোমান্টিকদের মতো স্যাফোর প্রেম নিষ্কাম নয়। সকাম প্রেমের ইন্দ্রিয়ঘন বর্ণনা রয়েছে স্যাফোর কবিতায়। প্রেমিকের স্পর্শে তাঁর সারা শরীরে সঞ্চারিত হয় আগুনের উষ্ণ স্রোত। প্রবল কামজ্বরে তপ্ত হয়ে ওঠেন তিনি। তখন স্যাফো যেন অর্ধমৃত কেউ — ঘাসের চেয়েও ম্রিয়মাণ। তবু সমুদ্রের দুঃসাহসী অভিযাত্রা-প্রিয় নাবিকের মতো তিনি ভালোবাসেন মিলনের উন্মত্ততা — ছুটে যান সৌন্দর্য, উষ্ণতা আর রহস্যের প্রলোভনে ঘেরা ভালোবাসার অনাবিষ্কৃত সেই দ্বীপের সন্ধানে (Carman, 1907 : 9)।

স্যাফোর ফাওন যেন রোমান্টিক কবিদের চির অধরা এক 'eternal' সত্তা — শেলী যাকে বলেছেন 'messenger of sympathies' বা 'spirit of beauty'। ফাওনকে

পাবার জন্য আকাঙ্ক্ষা, ব্যাকুলতা, কামনা, অভিমান, আক্ষেপ ও বিরহ ধ্বনিত হয়েছে স্যাফোর অনেক পদে। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে আপেল-শাখার তলে বসে পাতার মর্মরে স্যাফো শুনতে পান ফাওনের দূরাগত পদধ্বনি, ঝরনার জলে ম্লান গোলাপের পাপড়ি খসে ভেসে যায় যখন, তখন স্যাফো মনে-মনে শুনতে পান তাঁর ফাওনের পায়ের শব্দ। দীর্ঘ-দীর্ঘ দিন স্যাফো ফাওনের বিরহে ছিলেন কাতর। ফাওনের বিরহে স্যাফো হয়েছিলেন সমুদ্রের মতো নিঃসঙ্গ। পারাবারের শূন্যতাই ধ্বনিত হয় ফাওনকে নিয়ে লেখা স্যাফোর এই ব্যক্তিগত গানগুলোতে —

ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি বসে আছি
নিস্তব্ধ খিড়কির পানে চেয়ে
দেয়ালে প্রতিচ্ছবিগুলো আসে-যায়
রাস্তায় পদধ্বনি শোনা যায় শত।

আশা আর নিরাশা
দোলায় ভীরু হৃদয়
কতজন উন্মুখ গৃহপানে ছোটে,
তুমি শুধু এখনো অনেক দূরে।
(Carman, 1907 : 37-38)

ফাওনের অপেক্ষায় বহুদিন ধরে উপবাসী ছিল স্যাফোর শরীর ও মন । একটি গানে কামনাপীড়িত স্যাফো বলেন —

দারুণ জ্বরে জ্বলে মরি, ফাওন;
উরুদ্বয় থরথর দেউড়ির দিকে ধায়,
দেহে বল নাই কোনো,
নিরাশায় ভুলি সব কাজ।
(Carman, 1907 : 47)

স্যাফো আশা করতেন সমুদ্রের অপর পার থেকে উদ্ভাসিত সকালের মতো ফাওন উদিত হবে একদিন। কোনো এক মাহেন্দ্রক্ষণে সে এসে নির্বাপিত করবে তাঁর বিরহ-জ্বালা, তাই স্যাফো পসাইডনকে[১০] তাঁর নিঃশ্বাস সঘন করে তরঙ্গকে আলোড়িত করতে বলেন, সেলেনের[১১] সাদা ঘোড়াগুলোকে তাগাদা দেন জলদি আসার জন্য —

Surely some fortunate hour
Phaon will come, and his beauty
Be spent like water to plenish
Need of that beauty!

Where is the breath of Posidon,
Cool from the sea-floor with evening?
Why are Selene's white horses
So long arriving?
(Carman, 1907 : 51)

এই যে অচরিতার্থতার বেদনা, তাই তো যুগে-যুগে 'রোমান্টিক বিষাদ'রূপে কবিদের কল্পনার আকর।

সুতরাং স্যাফোর গানগুলোতে মর্ত্য ও অমর্ত্য উভয় প্রেমের সংমিশ্রণ রয়েছে–সেগুলো যেমন ইন্দ্রিয়প্রবণ, তেমনি রোমান্টিক। তাঁর গানে মিলন যেমন মধুর, বিরহ তেমনি গভীর।

৫

প্রকৃতি, প্রেম ও পরিপূর্ণ জীবনরস ভালোবাসতেন বলে স্যাফো দু-হাত দিয়ে প্রাণপণে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন মৃত্যুকে। সক্রেটিস যেমন Xanthippeকে বলেছিলেন তাঁর জন্য শোক না করতে, স্যাফোও ঠিক তেমনি তাঁর কন্যাকে বলতেন — 'কবি-গৃহ বিলাপের আদর্শ স্থান নয়'। আরো বলতেন স্যাফো — "মৃত্যু হল এক শয়তান, দেবতাদের বিচার তাই; মৃত্যু যদি ভালোই হত, তবে তাঁরাই মৃত্যুবরণ করতেন (Amelia, 1901 : 32-33)। একটি দুঃসাহসী কবিতায় স্যাফো বলেছেন —

যদি মৃত্যুই শ্রেয় হয়,
তবে, দেবতারা মরেন না কেন?
যদি জীবন আতুর হয়,
তবে কেন তাঁরা জীবিত এখনো?
যদি ভালোবাসা তুচ্ছ হয়,
আজও দেবতারা কেন ভালোবাসে?
যদি ভালোবাসাই সর্বস্ব হয়,
কী আর করবে মানুষ, ভালোবাসা ছাড়া?
(Carman, 1907 : 87)

ভীষণ জিজীবিষু স্যাফো জীবনকে উদ্‌যাপন করেছিলেন গভীর আসক্তিতে। তাঁর কাছে মরণশীল জীবনের মানে পৃথিবীর রূপ-রস-রং-গন্ধসুধা মেখে নেয়া — পরিপূর্ণ প্রেমানন্দে বাঁচা। প্রেমিকের উদ্দেশে তিনি উচ্চারণ করেছেন, জীবন মানে — "তুমি, শুধু তুমি"। অমৃত সে জীবন বিস্মৃত হবে কালের ক্রূর হস্তাবলেপে, এ কথা প্রেমিক হৃদয়ে সহনীয় নয়, স্বভাবতই—

মানুষ কি মনে রাখবে না মোদের?
অনাগত কালের সেই সব দিনে, —
তোমার উষ্ণ-রঙিন মায়াবী বিভা,
আমার ভালোবাসা তোমার জন্য?

ধাবমান নদীর ধারে
তুমি বেড়ে ওঠা হায়াসিন্থ[১২];
আমি জলে তার প্রতিবিম্বন
আর কীর্ণ আলোকভাস।
(Carman, 1907 : 45)

বিরহ-সন্তাপসহ এই অরুন্তুদ ধরণীকে কী গভীর মমতায় ভালোবাসতেন তিনি! একটি প্রদীপ্ত শিখার মতো উজ্জ্বল ও করুণ-কোমল হয়ে জ্বলেছেন তিনি জীবনভর। যখন সেই সলতে ফুরিয়ে যাচ্ছিল দ্রুত, তখন স্যাফো বুঝেছিলেন অন্ধকার থেকে হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া এসে নিবিয়ে দিয়ে যাবে তাঁর জীবনের দীপশিখা। তখন প্রাণময় স্যাফোর একটি আক্ষেপই দীর্ঘশ্বাস হয়ে উচ্চারিত হয় গানে —

And I be no more found in the fair world,
For all the search of the revolving moon.
And patient shine of everlasting stars.
(Carman, 1907 : 65)

আকাশের চাঁদ আর অনন্ত নক্ষত্রবীথি যিনি এত ভালোবেসেছিলেন, তাঁর কাছে মৃত্যু অনাহূত তো হবেই। জীবনের শেষ বেলায় স্যাফো মাঝে-মাঝেই মৃত্যুচেতন হয়েছেন বটে, কিন্তু তা 'মরণাচ্ছন্নতা'(morbidity) নয়। *সোনার তরী* পর্বের রবীন্দ্রনাথের মতোই পার্থিবতার প্রচণ্ড বাসনাই স্যাফোকে কখনো-কখনো মৃত্যু-তাড়িত করত। যেদিন শততম গান বাঁধা সমাপ্ত হল স্যাফোর, সেদিন হয়ত তিনি বুঝেছিলেন জীবনের যতিপতন আসন্ন। যাঁর কাছে গানই জীবন, তাঁর কাছে গানের যতিপতন আর জীবনের যতিপাত অভিন্ন। সেই শততম গানে একটি নিঃশেষিত প্রাণ 'ডেফোডিলে'র মতোই তাঁর প্রাণের আর্তি সকরুণ হয়ে বেজেছিল —

এখন শততম গান বাঁধা হয়ে গেছে,
এবং যতিপতন আসে তার। অনুরাগী হৃদয়েও
সবশেষে খরা আসে,
এবং বাঁশি পড়ে থাকে একপাশে।

একদিন হিম নেমে আসবে,
শারদ-পৃথিবীর পরে,
ঘাসের উপর ঝিঁঝিঁদের
অক্লান্ত প্রাণ ক্ষান্ত করে দিয়ে।

একদিন (আহা, বহুদিন পর!)
পৃথিবী শুনবে না আর এই কণ্ঠ কোনো দিন;
প্রিয়তম, তোমার সাথেও হবে তাই
বহুদিন আগে লিনাসের[১৩] হয়েছিল যা।

আনন্দ-গান যত লিখেছিল সে
স্মৃতি থেকে শীঘ্রই মুছে যাবে,
রক্তিম আঁধার উপত্যকা থেকে
চাঁদের রুপালি আলো ধুয়ে যায় যেমন।
(Carman, 1907 : 128)

এই দীর্ঘ কবিতার প্রতি পঙ্‌ক্তিতে জীবনপিপাসু স্যাফোর সকরুণ দীর্ঘশ্বাস আছড়ে পড়েছে, শূন্য তটে ঢেউয়ের পর ঢেউ যেমন ভেঙে পড়ে অভিমানে। জীবনকে তাঁর মনে হয়েছে ঘাসের উপর ক্ষণস্থায়ী শিশির বিন্দুর মতো কিংবা সমুদ্রের ফেনা-বুদবুদ। তবু তিনি ভীষণ আত্মবিশ্বাসী যে, কিছু ভালোবাসা, প্রেরণা, কোমলতম কিছু অনুভব, কিছু আনন্দ, মোহময় সৌন্দর্যের কিছু-কিছু আর অশ্রুজলের কয়েক ফোঁটা, করুণ মধুর কিছু ব্যথা রয়ে যাবে পৃথিবীর প্রাচীন মন্ত্র-গাঁথার মতো। পৃথিবীর মানুষের মনে সুপ্ত হয়ে বেঁচে রবে সেইসব গান। নলখাগড়ার বনে বয়ে যাওয়া উদ্দাম বাতাসের মতো আজকের এই সুরগুলো নিশ্চয়ই শিকার করে নেবে ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে, গৌরবের সাথে — হয়ত ঈষৎ রঞ্জিত হয়ে — এই ছিল স্যাফোর প্রত্যয় (Carman, 1907 : 129)। এক গভীর অনশ্বরতায় সম্পন্ন হয়ে স্যাফো বিশ্বাস করতেন, বহু বছর পর দূরাগত কালের প্রেমিক-প্রেমিকাদের হৃদয়ে একদিন স্পন্দিত হবে তাঁর গান —

আজ থেকে বহু কাল পর, তোমার নামখানি
পুনরায় উচ্চারিত হবে, পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে
এবং লিনাসের গানের বেদনার
তুমিও হবে অংশীদার।

(Carman, 1907 : 130)

৬

স্যাফো রচনা করেছিলেন কিছু দেবস্তুতিমূলক গান এবং বিবাহ-সংগীত। সাইপ্রাসের লৌকিক দেব-দেবী, যাঁরা ওই দ্বীপবাসীর দৈনন্দিন জীবনের আশা-স্বপ্ন-কর্মের সাথে ঐকান্তিকভাবে মিশে থাকেন, তাঁরাই স্যাফোরও উপাস্য ছিলেন। স্যাফোর আরাধ্য দেবতাদর মধ্যে প্যান, হার্মিস ও অ্যাফ্রোদিতে অন্যতম। শুধু দেবস্তুতি নয়, সেই সাথে বিভিন্ন পৌরাণিক অনুষঙ্গ, আখ্যান স্যাফোর গানগুলোর সাথে অবিচ্ছিন্ন সত্তায় মিশে থাকে। প্যান, হার্মিস এবং ভেনাস সাইপ্রাসে যথাক্রমে ক্ষমতা, জ্ঞান ও প্রেমের প্রতীকী দেবতা। প্যান যেহেতু সাইপ্রাসের উর্বর সবুজ উপত্যকার মানুষের কৃষি ও পশুপালনের সাথে সম্পর্কিত প্রভু, ফলে তাঁর স্তোত্রগান জনপ্রিয় সেখানে। মহান প্যানের উদ্দেশে লেসবসবাসীর পক্ষে মধু, রুটি আর তেলের অর্ঘ্য সাজিয়ে স্যাফো আহ্বান করেন তাঁকে, গানে-গানে—

ও প্যান! চির সবুজ বনের দেবতা
চারণভূমিতে পশুপালের রক্ষাকর্তা
মেহনতী মানুষের সহায়, —
কর্ষণ, ফলন আর পশুচারণে —
পৃথিবীর দুর্বল মানুষের প্রতি
কতবার তুমি করো না কর্ণপাত।

(Carman, 1907 : 4)

বর্ণ, সংখ্যা, ছন্দ, জ্যোতিষ, সংগীত ও কারিগরি জ্ঞানের আধার হার্মিসকে উদ্দেশ করে বন্দনার সুরে স্যাফো বলেন —

O Harmes, master of knowledge,
Measure and number and rhythm
Worker of wonders in metal,
Moulder of malleable music,
So often the giver of secret
Learning to mortals!
(Carman, 1907 : 4)

স্যাফোর আরাধ্যদের মধ্যে যাঁর তিনি সবচেয়ে অনুগত, স্নেহধন্য, তিনি আফ্রোদিতে বা ভেনাস। প্রাণময় স্যাফোর অন্তরের অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন তিনি। তাঁর সৌন্দর্য, প্রেরণা ও করুণার আদর্শে উজ্জীবিত ছিলেন স্যাফো —

এবং তুমি, সমুদ্রোদ্ভূতা, অ্যাফ্রোদিতে,
যাঁর মঙ্গলময় রক্ষণে
পৃথিবী সুন্দর তার শাশ্বত মহিমায়
রূপ-রস-সৌগন্ধ্যে
বসন্তের অরণ্যে ঐকান্তিক আগ্রহে ফোটা
একটি মনোরম পুষ্পের মতো ।

স্পর্শ করো তোমার অধর পল্লব দ্বারা,
বদন-চন্দ্রমায় উদ্ভাসিত করো
মেহিনীমায়ার শিশিরে সিক্ত করো
যেন আমিও, হতে পারি
সৌন্দর্য্যের আদর্শ
শাশ্বতী, স্বচ্ছন্দ।
(Carman, 1907 : 4)

এই সমুদ্রসম্ভূতা দেবকন্যা অ্যাফ্রোদিতে, স্যাফোর আহ্বানে বহুবার মর্ত্যে নেমে এসেছেন তাঁকে সান্ত্বনা জানাতে, বরাভয় দিতে। স্বপ্নে দেখা দিতেন তিনি স্যাফোকে — তাঁর বাসনা, বেদনা ও অচরিতার্থতার কথা শুনে তিনি অশ্রুসিক্ত হতেন, আশ্বস্ত করতেন —

Who wrong thee, Sappho?
If now she flies thee
Soon shall she follow;
Scorning thy gifts now.
Soon be the giver;
And a loth loved one

"Soon be the lover."
(Carman, 1907 : 4)

স্যাফো ও অ্যাফ্রোদিতের সেইসব সংলাপ-প্রতিসংলাপে লক্ষ করা যায় দেবী ও মর্ত্যমানবীর অপূর্ব হৃদয়-সম্মিলন। আফ্রোদিতেকে তিনি অন্তরঙ্গ করে তুলেছিলেন লেসবসের জনজীবনেও—ভোজসভায়, পানসভায়, উৎসবাদিতে বার বার তাঁকে আহ্বানের মাধ্যমে—

এসো ভেনাস, এসো
এখানে এসো তোমার সোনালি সুধাপাত্র সাথে,
যেখানে মধুস্রোতে ভেসে ফুলেরা সাঁতার কাটে।
ভরো, ভরো, তোমার কটোরা ভরো;
হাস্যমদির সব ওষ্ঠ চুমু খাবে তার কাণায়।
এসো, ভেনাস, এসো!
ত্বরায়।
(Thorton, 1907 : 15)

লেসবসের বিবাহ-বাসরগুলো প্রসারিত ও মুখর হয়ে উঠত স্যাফো আর তাঁর অনুব্রজী কুমারীদের হাসি-গানে। তাঁরা সদলবলে স্বাগত জানাতেন বরকে, রিচ্যুয়াল অনুযায়ী বরের কাছ থেকে অর্থ আদায় করতেন, সাজাতেন বর-কনের পুষ্প-বাসর। বরকে স্নেহাশিস জানিয়ে স্যাফো গাইতেন —

কীসের সাথে তুলনা করি তোমায়, ও আনোকা বর?
ভালো হয় যদি তুলনা করি তোমায়, ছিপছিপে এক তরুণ চারার সাথে।
(Petersen, 1918 : 29)

কুমারী, অস্পৃষ্ট নববধূকে তিনি প্রতীকান্বিত করতেন সংগ্রাহকদের স্পর্শ বাঁচিয়ে শীর্ষ শাখায় ঝুলে থাকা রক্তিম, মনোহর, অনাস্বাদিত-পূর্ব আপেলটির সাথে —

Like the sweet apple which reddens, far up on the
High tree-top growing.
Up on the loftiest branch, scarce itself to the gath-
erers showing_
They rathermore could not reach it e'en though
Of it easily knowing.
(Petersen, 1918 : 29)

আর এই সব হইচইয়ের মাঝে হয়ত হঠাৎ আক্ষেপ হত তাঁর অবসিত কুমারীবেলার জন্য, যা আর ফিরে আসবার নয়। তিনি গাইতেন —

কুমারীবেলা! কুমারীবেলা! কোথায় গেলে আমায় ছেড়ে?
আর কখনো, আমি কখনো, তোমায় পাবো না তো।
(Petersen, 1918 : 30)

৭

প্রাচীন গ্রিসে 'আয়োনীয়' এবং 'ডোরিয়ান' কাব্যধারায় ভাবাদর্শগত বৈপরীত্য ছিল। কবিতার ক্ষেত্রে আয়োনীয়রা বিশুদ্ধবাদী, সাত্ত্বিক; ব্যক্তিগত কবিতার বিরুদ্ধাচারী- ফলে,

মহাকাব্য, এলেজি ও আয়াম্বিক ছিল তাঁদের চর্চা ও আস্বাদনের বিষয়। তখন কবিতায় ব্যক্তিগত প্রেমের প্রকাশ ছিল বিদ্রোহের নামান্তর। গ্রিসের ডোরিয়ান অংশে এয়োলিয়ান কবিতা সেই সামাজিক ও সংরক্ষণশীল ধারা থেকে পৃথক হয়ে ব্যক্তিগত কবিতার আস্বাদ এনেছিল। স্যাফো এবং তাঁর সহযাত্রী বন্ধু, মিটলিনের আরেক কবি অ্যালকেয়াস এই নতুন ধারার প্রবর্তক (Cave, 1907 : 94-95)। দু'জনেই গান রচনা করেছিলেন মিটলিনের আঞ্চলিক ভাষায়। তবে, অ্যালকেয়াসের কবিতার বিষয় নিবদ্ধ ছিল মিটলিনের জনযুদ্ধের (civil war) প্রতি। ফলে, রাজনৈতিক দায়বদ্ধতাই তাঁর কবিতার মূল সুর। কিন্তু স্যাফো'র কবিতা রাজনীতিনিরপেক্ষ। প্রবল প্রাণশক্তিতে স্যাফো কেবল উচ্চারণ করে গেছেন জীবনের আনন্দ-বেদনার করুণ-মধুর, স্মৃতিময় মুহূর্তগুলো। সংবেদনার ছোট-ছোট ঢেউ যেন তাঁর গানগুলো। স্যাফোর প্রতিটি গান সুরের একেকটি মূর্ছনা। ফলে, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, স্যাফোর সূত্রেই প্রথম জন্ম নেয় কবিতায় কবির স্বয়ম্প্রকাশ– আত্মতা ও অন্তরনিষ্ঠার নির্দ্বিধ প্রকাশ।

মন্ময়তার উদ্বর্তক বলে, স্যাফো'র কবিতা স্বভাবতই সুরেলা, স্বচ্ছ, আলুলায়িত এবং আবেগাত্মক। অনুবাদে মূল কবিতার শব্দবন্ধের স্বাদ পাওয়া যায় না, তবু এটা স্পষ্টভাবেই আঁচ করা যায় যে, কবিতার শরীরী সজ্জা অপেক্ষা স্যাফো ভালোবাসতেন তাঁর হৃদয়ের দ্যোতনা। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'মিলের দুইটি প্রধান গুণ আছে, এক তাহা কর্ণতৃপ্তিকর আর এক অভাবিতপূর্ব' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৫৮ : ৪১৮)। এই 'অভাবিতপূর্ব' মিল, যা কর্ণতৃপ্তি না ঘটিয়ে হৃদয়কে প্রবহমান করে তোলে, সেই মিলই গীতিকবিতায় স্যাফো'র অবলম্বন, যা তাঁর কবিতাকে করে তুলেছে নির্ঝরিণীর মতো আনন্দময়, উচ্ছল, কলস্বনা। শব্দ-ভাষার ক্ষেত্রে স্যাফো মিত্রাক্ষর-প্রিয় ছিলেন না। তাঁর কবিতা শব্দালংকার জর্জরিত নয় মোটেই। অলঙ্কারের জড়তাবর্জিত এক প্রবহমান কাব্যভাষা, যা উত্তরকালে রোমান্টিক কবিদেরও আয়ত্ত করতে বহুদিন কেটে গেছে, তাকে কেবল সুর আর অন্তর্নিহিত ছন্দের জাদুতে কেমন সম্ভব করে তুলেছিলেন তিনি, সে কথা ভাবলেও বিস্ময় জাগে। স্যাফো প্রাচীন কবি হয়েও স্বভাবধর্মেই বর্জন করেছিলেন সমস্ত প্রাচীনত্ব। তাঁর কবিতায় মিথিলার বৈষ্ণব কবির 'ঝম্পি ঘন গর-জন্তি সন্ততি/ভুবন ভরি বরি খন্তিয়া'র মতো শব্দালংকারপ্রবণ কৃত্রিম মিলের চেষ্টা নেই বরং অর্থালংকারের অনুসরণ লক্ষণীয়। উপমা-চিত্রকল্প-সমাসোক্তি-অন্যাসক্ত অলংকারের প্রয়োগ স্যাফোর কবিতায় প্রাণ সঞ্চারিত করেছিল। একটি কবিতায় তিনি বলেছেন — 'আমার প্রিয়ার সুন্দর হাত দু'টি/কুয়াশার চেয়ে কোমলতর আরো' (Carman, 1907 : 53); কখনো প্রিয়ার মুখকান্তিকে তুলনা করেছেন চাঁদের আলোর সাথে—

> O but my delicate lover,
> Is she not fair as the moonlight?
> (Carman, 1907 :)

কিংবা,

একটি গানের পঙ্‌ক্তিতে তিনি মানুষের হৃদয়কে তুলনা করেন আনত হলুদ শস্যের সাথে এবং পার্বত্য প্রণালীর জলপ্রবাহের সাথে —

Nay, but always and forever
Like the bending yellow grain,
Or quick water in a channel,
Is the heart of man.
(Carman, 1907 : 13)

স্যাফো গানের পর গানে তাঁর শব্দ-কল্পনার জাদুতে, বিচিত্র রঙের আলিম্পনে ছবি এঁকেছেন—

Over the roofs the honey-coloured moon,
With purple shadows on the silver grass.
(Carman, 1907 : 13)

স্যাফোর কালে এবং তারও আগে গ্রিসে বহু ধরনের ছন্দ প্রচলিত থাকলেও গানকে নমনীয়, মধুর ও প্রবহমান করে তোলার জন্য তাঁকে অন্তরাবেগের অকৃত্রিম সুরপ্রবাহ এবং তার বৈচিত্র্যকেই অনুসরণ করতে হয়েছিল। সে জন্য তিনি ব্যবহার করতেন ধ্বনি-অনুপ্রাস, বিশেষত স্বরধ্বনির অনুপ্রাস। কবিতায় ধ্বনি-পরম্পরাই সৃষ্টি করত স্বরের যথাযথ উত্থান-পতন বা স্বরবৈচিত্র্য। এভাবে ভিন্ন-ভিন্ন স্তবকে একই সুরের ধ্বনি-পুনরাবৃত্তি এক ধরনের সমরূপতাও তৈরি করত স্যাফোর কবিতায়। সমস্বভাবী হয়েও গানের বিভিন্ন স্তবকের মধ্যে বৈচিত্র্যও রক্ষিত হত। স্তবকের শুরুতে যে ধ্রুবপদ সৃষ্টি হত, 'রিফ্রেইনে'র মতো স্তবকান্তরে তার পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে কবিতার শেষ পর্যন্ত একটি রেশ বজায় রাখা হত এবং স্যাফোর কবিতাকে তা একটি সংহত ঐক্যে বেঁধে রেখেও ভাবটিকে করে দিত আলুলায়িত। স্বরধ্বনির পুনরাবৃত্তি কবিতায় সঞ্চারিত করত স্বভাবজ এক 'রিদম'। এভাবে কবির হৃদয়ের অবচেতনলোক থেকে উৎসারিত মাত্রাচেতনার ছন্দে কবিতা 'মেলোডিয়াস' হয়ে উঠত। স্যাফোর কবিতায় ধ্বনি, শব্দ ও বাক্যের এই পুনরাবৃত্তির প্রভাব সম্পর্কে সমালোচক বলেন— *The effect would be monotonous, but not less emotional and passionate.*(Tunison, 1896 : 34)। সুরের এই মনোহর 'মনোটনি' বা একঘেয়েমি কবির আবেগ ও সংরাগের ঐকতানে গীতল হয়ে ওঠে। কবি তাঁর প্রত্যেক মুহূর্তের সংবেদনাকে মুদ্রিত করতে পারেন এই পদ্ধতিতে। অভিব্যক্তি প্রকাশের এই চিরচেনা নান্দনিকতাকে স্যাফোর আগে কেউ এমন শব্দ-ভাষায়-সুরে অনুরণিত করতে পেরেছিলেন বলে জানা যায় না। ধ্বনির অন্তর্লীন ঐশ্বর্যকে, ছন্দের হৃদস্পন্দনকে তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন প্রথম, যা আজ সমানভাবে জনপ্রিয়। শুধু অন্তর্নিহিত প্রবহমানতাই নয়, স্তবক সৃষ্টির মধ্য দিয়ে কবিতায় এক নতুন নান্দনিক সৌষ্ঠব সঞ্চারিত করে অমর হয়ে রয়েছেন স্যাফো। আর এখন আমরা কবিতা বা গান মানেই বুঝি অবধারিত স্তবক-পরম্পরা। Tunison যথার্থই বলেছেন —

> Now the Sapphic stanza comes the nearest of all metrical forms to expressing this eager, active, petulant, evanescent, popular genius. Its gaity is melancholy and saddening, its passion is a pain, its worship fancifull. (Tunison, 1896 : 36)

এই সমালোচক স্যাফোর গানের স্তবক-বৈচিত্র্যে এক ধরনের নাচের ছন্দও আবিষ্কার করেন। নৃত্যশিল্পীরা এক পা সামনে, তারপর এক পা পেছনে, তারপর আবার সামনে এবং এরপর হঠাৎ ঘুরে গিয়ে অন্য মুদ্রায় যেমন চলে যান, স্যাফোর গানের স্তবকগুলোর চলনও অনেকটা তেমন — দ্রুত গতিতে তিনবার আবর্তিত হয়ে হঠাৎ সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয় (Tunison, 1896 : 41)। বস্তুত, ছন্দই এই দুই ভিন্ন মাধ্যমের স্বভাবগত ঐক্যের প্রধান রহস্য। স্যাফোর গানের ছন্দ নতুন নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা গ্রিসে প্রচলিত ষটপদী ছন্দ, কিন্তু স্যাফো সেই ষটপদীকেই সংগীতে, সৌন্দর্যে এমন নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক করে তুলেছিলেন যে, ভাষা হয়ে উঠেছিল ঋজু, ললিত ও নিবিড়।

৮

স্যাফোর গান একদিন ইতিহাসের অতল বিস্মৃতিতে হারিয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু অমরতার বাসনা নিয়ে তাঁর অন্তিম আর্তি বৃথা যায়নি। স্যাফো চেয়েছিলেন তাঁর গানগুলো স্থান-কালের গণ্ডি পেরিয়ে অনাগত দিনের প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়ে ধ্বনিত হবে — অন্তত, কোনো দূর কালে কয়েকজন অতন্দ্র উৎসাহী পাঠক তাঁদের সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদী কৌতূহলে খুঁজে নেবে তাঁর রুপালি গানগুলো আর বিহ্বল হয়ে বলবে — "What a lover Sappho was." — এই ছিল স্যাফোর শেষ বাসনা (Carman, 1907 : 40) । মৃত্যুঞ্জয়ী স্যাফোর সে আর্তি আজও কালের বিবর থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকে আমাদের। গীতিকবিতার এই অমর নির্ঝরিণী আধুনিক কবিতার উৎসমুখ হয়ে আজও পৃথিবীর সমস্ত কবি ও কাব্যামোদীর কাছে বন্দনীয়।

টীকা

১ 'সিপ্রিস', 'সিপ্রিয়া', 'সিপ্রিয়ান' মূলত সাইপ্রাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অ্যাফ্রোদিতে। সাইপ্রাসবাসী তাঁকে এইসব নামেই স্মরণ করে থাকে। কারণ পৌরাণিক বিশ্বাস অনুযায়ী, অ্যাফ্রোদিতে যখন সমুদ্রের তরঙ্গ থেকে জন্ম নিয়ে উঠে এসেছিলেন মর্ত্যে, তখন সাইপ্রাস তটভূমিই প্রথম তাকে দেবী বলে বরণ করে। (Thorton, 1907 : 76)

২ হার্মিস জিউস-পুত্র । বিশেষত সাইপ্রাসবাসীদের উপাস্য। তিনি বর্ণমালা, সংখ্যা ও গণনা, জ্যোতির্বিদ্যা, সংগীত, বাণিজ্য, যুদ্ধবিদ্যা ও শরীরচর্চা প্রভৃতির উদ্ভাবনের জন্য গ্রিসবাসী, বিশেষত সাইপ্রাসবাসীর উপাস্য । হার্মিস সাইপ্রাসে কত জনপ্রিয়, তা বোঝা যায় সেখানকার বড়ো-বড়ো রাস্তার মোড়ে তাঁর বিভিন্ন ধরনের ভাস্কর্য লক্ষ করলে। (Smith, 1853 : 313)

৩ হার্মিসের পুত্র প্যানও (Pan) সাইপ্রাসের প্রধান দেবতাদের একজন। তিনি বনভূমি ও শস্যক্ষেত্রের দেবতা এবং পশুর পাল ও তাদের রাখালদের রক্ষাকর্তা। গ্রিসের রাখাল বা মেষপালকেরা syringx নামে যে বাদ্যযন্ত্রটি বাজায়, তার আবিষ্কর্তা তিনি। (Baker, 1913 : 184)

৪ রোমানদের কাছে 'হেস্পেরাস' হল সন্ধ্যাতারা। (Smith, 1853 : 319)

৫ দাকিয়া (dacia) হলো দানিউব নদী বিধৌত প্রাচীন রোমের একটি পাহাড়ী প্রদেশ। (Smith, 1853 : 204-205)

৬ 'সিথেরা', ল্যাকোনিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত পর্বতময় একটি দ্বীপাঞ্চল। দেবী 'অ্যাফ্রোদিতে'কেই সিথেরা'র দ্বৈপসমাজ 'সিথেরিয়া' বা 'সিথেরিস' বলে সম্বোধন করে থাকে। (Smith, 1853 : 204)

৭ 'অরিয়ন' ছিল বোতিয়া'র অন্তর্গত 'হিরিয়া' নামক এক দেশের শিকারী। অরিয়ন গর্ব করে বলত, যে সে পৃথিবীর সমস্ত বন-জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ারদের বধ করবে। (সুধাংশুরঞ্জন, ১৯৬০ : ২৭৬)

৮ 'দাফনে' (Daphne) : অ্যাপোলো একবার 'দাফনে' নামে এক বনদেবীর প্রেমে পড়ে যায়। দাফনে তখন বুনো ফুল সংগ্রহে ব্যস্ত। হঠাৎ তার প্রতি অ্যাপোলোর প্রণয় নিবেদন শুনে দাফনে সচকিত ও ভীত হয়ে দৌড়াতে শুরু করে বনের ভেতর দিয়ে। অ্যাপোলো অনুসরণ করে তাকে। দাফনে পৌঁছতে চেয়েছিল অরণ্যের প্রান্তে নদীর কাছাকাছি, যাতে তার পিতা, নদী-দেবতা পেনেয়াস রক্ষা করতে পারে তাকে। কিন্তু, যখনই সে স্রোতের নিকটবর্তী হয়, তখনই অ্যাপোলো দাঁড়ায় এসে তাঁর পাশে এবং হাত রাখে কাঁধে। আর সেই মুহূর্তেই দাফনের নরম শরীর ভেদ করে ছড়িয়ে পড়তে থাকে সবুজ শাখা-প্রশাখা এবং অল্প সময়েই দাফনে নিজেকে রূপান্তরিত করে এক 'লরেল' বৃক্ষে। (Baker, 1913 : 45-46)

৯ গ্রিক পুরাণ অনুযায়ী Syrinx নামের এক উপদেবী প্যান দেবতার প্রেমের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে পালাতে গেলে, নদীর কাছে এসে প্যান যখন তাকে ধরে ফেলতে উদ্যত হয়, তখন সেই দেবী নিজেকে নলখাগড়ায় রূপান্তরিত করে। আর সেই নলখাগড়া থেকেই প্যান প্রস্তুত করে এক অদ্ভুত বাঁশি, Syrinx-এর স্মৃতির স্মারকরূপে। (Baker, 1913 : 184-185)

১০ 'পসাইডন' গ্রিক সমুদ্রদেবতা। সমুদ্রের তরঙ্গমালা তাঁর রথাশ্ব বলে বিবেচিত হয়। (সুধাংশু রঞ্জন, ১৯৬০ : ১৮)

১১ 'সেলেন' (Selene) দীর্ঘ পাখা আর সোনালি মুকুটধারী এক উজ্জ্বল সুন্দরী দেবী — চন্দ্রদেবী বলেও সম্বোধিত হয়ে থাকে। দুটি সাদা অশ্ব তার রথ চালনা করে। (Smith, 1853 : 692)

১২ গ্রিসে 'হায়াসিন্থ' মানে কচুরিপানা নয়; সুন্দুল বা শ্বেতদুর্বা জাতীয় মিষ্টি গন্ধযুক্ত ফুল। থরটনের ভাষায় — It is uncertain what flower the greeks meant by 'hyacinth' ; It probably had nothing in common with our hyacinth, and it is seems to have comprised several flowers, especially the iris, gladiolus, and larkspur. (Thorton 1907 : 106)

১৩ অ্যাপোলো-পুত্র 'লিনাস' (Linus) মৃত্যু-পরবর্তী শোকগীতির প্রতীক। দেবতাদের সাথে সংগীত-প্রতিযোগিতা প্রচলনের ধৃষ্টতা দেখাবার অপরাধে অ্যাপোলোই তাকে কঠিন মৃত্যুদণ্ড দেয়। কিন্তু, প্রতি বছর বিসর্জন অনুষ্ঠানের আগে-আগে মিউজের দেবীগণ লিনাসের সম্মানে শোকগান গাইত। (Smith, 1853 : 385)

মূল গ্রন্থ

Carman, Bliss (1903). *Sappho : One hundred lyrics*, The Coppy Clark Co. Limited, Toronto.

গ্রন্থপঞ্জি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৫৮)। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, নবম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ (অনুদিত) (১৯৬০)। *গ্রীক পুরাণ কথা*, তুলি-কলম, কলকাতা।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯৯৫)। *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধসংগ্রহ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

Amelia Gere Mason (1901). *Woman in the Golden Ages*, The Century Co., New York.

Aristotle (1853). *Treatise on Rhetoric* edited by Theodore Alois Buckley, Henry G. Bough, York Street, London.

Arnold. Edwin (1869). *The poets of Greece*. Cassell. Petter. and Galpin. London.

Baker, Emilie Kip (1913). *Stories of old Greece and Rome*, The Macmilan Company, New York.

Bremmer, Jan (1989). *From Sappho to de sade : Moments in the history of sexuality*, Routledge, London.

Cave, Wright Wilmer (1907). *A short history of Greek literature : From Homer to Julian*, American Book Company, New York.

Donaldson, James (1907). *Woman : Her Position and Influence in Ancient Greece and Rome, and Among the Early Cristians*; Longmans, Green, and Co., London.

Edmonds, J.M (1912). *Sappho : In the Added Light of New Fragments*, Deighton Bell & Sons Ltd, London.

Petersen, Walter (1918). *The Lyric Songs of Greeks*, The Gorham Press, Boston.

Smith, William (1853). *A New Classical Dictionary*, John Murray, London.

Swinburne, Algernon Charles (1891). *Poem and Ballads*, Chatto & Windus, Piccadilly, London.

Thorton Wharton, Henry (1907). *Sappho : Memoir, Text, Selected Renderings, and a Literal Translation*, Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent Co.Ltd, London.

Tunison, J.S. (1896). *The Sapphic Stanza*, The University press, Granville, Ohio.